ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী -৮
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
বজলু ঠিক করলো সে অপেক্ষা করবে। সে তো এখনই চলে যাচ্ছে না। দেখা যাক না কী হয়। মিলা যদি সব ভুলে গিয়ে থাকে তাতে খুব অসুবিধা হবে না। ভুলে যাওয়াই যখন নিয়তি তখন এসব নিয়ে বেশী ভাবার কোনো মানে হয় না।
এরপর ফোন দিল রূপাকে।
রূপার সাথে বজলুর পরিচয় অনেক দিনের। যদ্দুর জানে রূপা এখন একা। ওর বাসা রামপুরার ওয়াপদা রোডে। রূপার মধ্যে প্রেম প্রেম খেলার একটা অভ্যাস আছে। ওর জানা মতে রূপা এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক প্রেমিক এবং তিনজন স্বামী বদল করেছে। ওয়াপদা রোডের যে বাড়িটিতে রূপা থাকে সেটা তার প্রথম স্বামীর। রূপার নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। সেই বিয়েটা হয়েছিল অতি ধুমধাম করে। সেটা রূপার প্রথম বিয়ে হলেও ওর স্বামীর ছিল দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়েটা দেড় বছর মাত্র টিকেছিল। বজলু আমেরিকা থেকে বিয়ে খেতে এসেছিল। ডাকসাইটে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় রূপা তাই। কী একটা প্রবাদ আছে না অতি সুন্দরী না পায় বর অতি ঘরনী না পায় ঘর। রূপার অবস্থা তাই। তারপরও রূপা জগতের সুখী লোকদের একজন। পোষাক বদলের মতোই পুরুষ সঙ্গী বদল করে। কিছু একটা অদৃশ্য কারণে রূপা কখনই বজলুকে বন্ধুর চেয়ে বেশী কিছু ভাবেনি। রূপার প্রতি বজলুর একটা দুর্বলতা থাকা সত্বেও বজলু দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় রূপা তাই। বজলুর মাধ্যমে ওর বেশ কয়েকজন বন্ধু রূপার সাথে প্রেম করার সুযোগ পেয়েছে। নিয়মিত যোগাযোগের অভাবে বজলুর সাথে কিছু দূরত্ব তৈরী হয়েছে। নিউইয়র্কে রূপার একজন পুরনো প্রেমিকের কাছ থেকেই ফোন নম্বর যোগার করেছে বজলু। রূপার একটা ভাল গুন হচ্ছে সে তার পুরনো স্বামী বা প্রেমিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এমনকি মাঝে মাঝে তাদের সাথে মেলা মেশাও করে।
রূপা তুমি কোথায়!
অফিসে। কে বলছেন!
রূপা একটা ভাল চাকরী করে বজলু জানে। গুলশানে অফিস। রূপার প্রথম স্বামীই চাকরীটা করে দিয়েছিল। রূপার পরের দুটা বিয়েও বেশীদিন টেকেনি। দ্বতীয়জন ছিল একজন ব্যাংকার। এই বিয়েটা টিকেছিল আট মাস। আর সর্বশেষজন ছিল একজন সাংবাদিক। সাংবাদিকের সাথে ঘর করেছিল সারে নয় মাস। রূপার অতি পুরুষপ্রীতির জন্যই একটার পর একটা বিয়ে ভেঙ্গে যেতে থাকে। সাংবাদিক স্বামী নাকি রূপাকে ভালোই পিটুনি দিতো। কিন্তু রূপা তাতে মোটেও দমে যায় নি। রূপা যে এই জগতের একজন ব্যতিক্রমী নারী একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

বলোতো কে!
দেখেন এই সাত সাকালে আপনি কে এই পরীক্ষা আমি দিতে পারবো না ।
খুব ব্যস্ত নাকি!
খুব স্বাভাবিক, উই নো ।
আ এ্যাম সরি রূপা ।
কে বলছেন!
ঠিক আছে পরে কথা হবে ।
ওকে দেন । মাথা এখন গরম ।
বাইদ্য ওয়ে তুমি কি আগের চাকরিতেই আছো!
ইয়া!
দুপুরে আসি তোমাকে পিক করতে! একসাথে লাঞ্চ করা যাবে!
আগেতো বলবেন আপনি কে ।
একটা সারপ্রাইজ হয়ে যাক ।
দেখেন আমি এত কিউরিসিটি নিতে পারি না । তাছাড়া অচেনা কারো সাথে আমি লাঞ্চে যাবো এটা আশা করেন কিভাবে!
তাই নাকি! স্ট্রেঞ্জ!!
আ'এ্যাম রিয়েলি বিজি ।
শোনো আমি অচেনা কেউ না । আমি বজলু ।
ও!
চিনেছো!
চিনবো না কেনো! বাট তোমার সাথে দেখা হবে না ।
কেনো রূপা!
তুমি খুব খারাপ মানুষ!
আমি কী করেছি!
আমার কোনো খবরই তুমি রাখোনা ।
খবর না রাখলে ফোন করলাম কিভাবে!
আচ্ছা আজকে রাখি ।
বলে ফোন রেখে দিল রূপা ।
বজলু বেশ হতাশ হলো । রূপা আগে কখনও এ রকম আচরন করেনি । রূপা বেশ ফ্রেন্ডলি । বজলুকে বন্ধু হিসাবে খুউব গুরুত্ব দিতো । মানুষ কত বদলে যায় । বজলু নিজেকে মনে করিয়ে রাখল আর কোনোওদিন রূপাকে ফোন করবে না । কোনোওদিন না । (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
jasim.mallik@gmail.com
jasimmallik.wordpress.com